UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ July-September 2013

২৬তম বর্ষ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা Volume-XXVI, No. VII, VIII & IX

১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু

১৭ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, বিকেল তিনটায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শুরু হয়েছে।

এক সপ্তাহব্যাপী প্রারম্ভিক আলোচনার পর বেশ কয়েকটি উচ্চপর্যায়ের কর্মসূচি দ্রুততার সঙ্গে পরপর আয়োজন করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার, পরিষদ 'এগিয়ে যাওয়ার উপায়: পিছিয়ে পড়াকে অন্তর্ভুক্ত করে ২০১৫ ও পরবর্তী সময়ের জন্য একটি উন্নয়ন এজেন্ডা' ("The way forward: a disability-inclusive development agenda towords 2015 and beyond.") শীর্ষক প্রতিপাদ্যের ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের ওপর একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাসঙ্গিক মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এমডিজি) এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃত অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনের ওপর আলোকপাত করা হয়।

২৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, পরিষদের বার্ষিক সাধারণ আলোচনা শুরু হয়ে ১ অক্টোবর, মঙ্গলবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, যাতে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য সমবেত হন। সাধারণ আলোচনার পাশাপাশি ২৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিকেলে জাতিসংঘ স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্মেলনের (রিও+২০) ফলশ্রুতিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্থিতিশীল উন্নয়ন সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামের উদ্বোধনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২৫ সেপ্টেম্বর, বুধবার, সাধারণ পরিষদের সভাপতি ২০১৫-পরবর্তীকালে এমডিজি অর্জনে ফলানুবর্তী প্রচেষ্টার ওপর একটি বিশেষ সভার আয়োজন করেন। সেই সপ্তাহের শেষ দিকে ২৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্য অর্জনে পরিষদ আরেকটি উচ্চপর্যায়ের সভার আয়োজন করে।

সাধারণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর পরিষদ সমভাবে অভিবাসী ও দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুফল বৃদ্ধি এবং এর নেতিবাচক অভিঘাত কমানোর উপায় চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার ও ৪ অক্টোবর শুক্রবার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও উন্নয়নের ওপর একটি উচ্চপর্যায়ের সংলাপের আয়োজন করে। এর পরপরই ৭ অক্টোবর, সোমবার ও ৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের ওপর ষষ্ঠ উচ্চপর্যায়ের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

বহুপক্ষীয় আলোচনার ফোরাম

জাতিসংঘ সনদের আওতায় ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আলাপ-আলোচনার নীতি প্রণয়ন ও প্রতিনিধিমূলক প্রধান অঙ্গ সংগঠন হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা অধিকার রয়েছে। পরিষদ প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিরামহীনভাবে নিয়মিত এবং এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী অধিবেশনে মিলিত হয়।

সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা

পরিষদ তার এখতিয়ারের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিষয়ে রাষ্ট্রগুলোর কাছে সুপারিশ করতে

পারে। পরিষদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও আইনি ক্ষেত্রে এমন সব কাজেরও সূচনা করেছে, যেগুলো বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। ২০০০ সালে গৃহীত যুগান্তকারী মিলেনিয়াম ঘোষণা ও ২০০৫ সালের বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের ফলশ্রুতি দলিল উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচনের পাশাপাশি শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ অর্জনে মানবাধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন, আমাদের অভিন্ন, পরিবেশ রক্ষা, আফ্রিকার বিশেষ চাহিদা পূরণ এবং জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর সদস্য দেশগুলোর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা হচ্ছে নিম্নরূপ :

- জাতিসংঘের বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং সদস্য দেশগুলোর চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা।
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য এবং জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদ ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্য নির্বাচিত করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে মহাসচিব নিয়োগ করা।
- নিরস্ত্রীকরণসহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সহযোগিতার সাধারণ নীতিমালা বিবেচনা ও সুপারিশ করা।
- নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাধীন কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি ব্যতীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করা।
- একই ব্যতিক্রম ব্যতীত সনদের আওতাধীন যে কোনো বিষয় অথবা জাতিসংঘের কোনো অঙ্গ সংগঠনের কাজ ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ পেশ করা।
- আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সহযোগিতা জোরদার, আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়ন ও সঙ্কলনভুক্তি, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণার সূচনা ও সুপারিশ করা।
- রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে বিঘ্নিত করার মতো কোনো পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা।
- নিরাপত্তা পরিষদ এবং জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট গ্রহণ ও আলোচনা করা।

অস্থায়ী কোনো সদস্যের নেতিবাচক ভোটের কারণে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদ শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তি ভঙ্গ বা আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নিতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে, সাধারণ পরিষদ তার ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বরের ৩৭৭-নং প্রস্তাবের 'শান্তির জন্য ঐক্য' অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অনতিবিলম্বে বিষয়টি বিবেচনা ও সদস্যবৃন্দকে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে।

ঐকমত্যের অন্বেষণ

পরিষদে ১৯৩ সদস্যের প্রতিটির একটি করে ভোট রয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুপারিশ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন এবং বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ের মতো নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে ভোট গ্রহণ করা হয় তাতে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোনো বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে ঐকমত্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যা পরিষদের সিদ্ধান্তকে জোরদার করছে। প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে মতৈক্যে পৌঁছানোর পর সভাপতি কোনো প্রস্তাব ভোট ব্যতীত গ্রহণ করার প্রস্তাব দিতে পারেন।

সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করা

জাতিসংঘের কাজের প্রতি মনোযোগ আরো নিবিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক করার জন্য একটা নিরলস প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ৫৮তম অধিবেশনে এটাকে একটা অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে এজেন্ডা প্রণালিবদ্ধ, প্রধান কমিটিগুলোর রেওয়াজ ও কাজের পদ্ধতির উন্নয়ন, সাধারণ কমিটির ভূমিকা জোরদার করা, সভাপতির ভূমিকা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মহাসচিব মনোনীত করার প্রক্রিয়ায় পরিষদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ষাটতম অধিবেশনে পরিষদ একটি বিষয় বিবরণী গ্রহণ করে (২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ৬০/২৮৬ নং প্রস্তাবের সঙ্গে সংযোজিত) যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক মিথস্ক্রিয় আলোচনা করতে উৎসাহিত করা হয়। জাতিসংঘকে বেগবান করা সংক্রান্ত অ্যাডহক কার্যগ্রুপের সুপারিশকৃত বিষয় বিবরণীতে সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে এসব মিথস্ক্রিয় আলোচনার জন্য প্রতিপাদ্য প্রস্তাব করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। ৬৭তম অধিবেশন চলাকালে ব্যাপকভিত্তিক বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিপাদ্যমূলক মিথস্ক্রিয় আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়, যেগুলোর মধ্যে ছিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি বিচারের ভূমিকা। বিশ্ব অর্থনৈতিক শাসন, আফ্রিকায় সঙ্ঘাতের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি, স্থিতিশীল উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন এবং উন্নয়ন ও অসমতার জন্য উদ্যোক্তা।

সাধারণ পরিষদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে সদস্য দেশগুলোকে মহাসচিব তাঁর সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও ভ্রমণ সম্পর্কে সংক্ষেপে অবহিত করা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এভাবে অবহিতকরণ মহাসচিব ও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে চমৎকারভাবে গ্রহণের মতো একটা সুযোগ এনে দিয়েছে এবং এটা ৬৮তম অধিবেশনে অব্যাহত থাকতে পারে।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দ এবং প্রধান কমিটিগুলোর চেয়ার নির্বাচন

কাজ বেগবান করার চলমান প্রচেষ্টার ফলে এবং কার্যপ্রণালি বিধির বিধি ৩০ অনুসারে সাধারণ পরিষদ এখন প্রধান কমিটিগুলো এবং কমিটি ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের মধ্যে সমন্বয় ও কাজের প্রস্তুতি আরো জোরদার করার লক্ষ্যে নতুন অধিবেশন শুরুর অন্তত তিন মাস আগে পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতিবৃন্দ এবং প্রধান কমিটিগুলোর চেয়ার নির্বাচন করে।

সাধারণ কমিটি

পরিষদের সভাপতি ও ২১ জন সহসভাপতি এবং ছয়টি প্রধান কমিটির চেয়ারের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ কমিটি পরিষদের কাছে এজেন্ডা গ্রহণ, এজেন্ডার বিষয় বণ্টন ও তার কাজ বিন্যস্ত করা সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করে।

পরিচয়পত্র কমিটি

প্রতিটি অধিবেশনে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত পরিচয়পত্র কমিটি প্রতিনিধিদের পরিচয় সম্পর্কে পরিষদের কাছে রিপোর্ট প্রদান করে।

সাধারণ আলোচনা

পরিষদের বার্ষিক সাধারণ আলোচনা ২৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শুরু হয়ে ১ অক্টোবর, মঙ্গলবার পর্যন্ত চলে, যাতে সদস্য দেশগুলো প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে সাধারণ আলোচনা শুরু হওয়ার অনতিপূর্বে সংস্থার কাজ সম্পর্কে মহাসচিব তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। ৫২তম অধিবেশন থেকে এই রেওয়াজ চালু হয়েছে।

৬৮তম অধিবেশনের প্রতিপাদ্য '২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা, আয়োজন সম্পন্ন করা'। ৬৮তম অধিবেশনের নবনির্বাচিত ও সভাপতি এন্টিগুয়া ও বারবুদার মান্যবর জনাব জন ডব্লিউ অ্যাশে ২০১৩ সালের ১৪ জুন নির্বাচিত হওয়ার পর এই প্রতিপাদ্য প্রস্তাব করেন। আলোচনার জন্য আন্তর্জাতিক গুরুত্ববহ একটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্বাচন করার রেওয়াজ ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে। সে সময় সাধারণ পরিষদ বর্তমানে ১৯৩ সদস্যের সংস্থাটির কর্তৃত্ব ও ভূমিকা বৃদ্ধির প্রয়াসে এই নবপ্রবর্তন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সাধারণ আলোচনার অধিবেশন সচরাচর সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলে।

প্রধান কমিটিসমূহ

সাধারণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর এজেন্ডার বিষয়গুলোর বিবেচনা করা শুরু হয়। বিবেচ্য বিষয়গুলোর বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে (উদাহরণ হিসেবে, সাতষট্টিতম অধিবেশনে এজেন্ডার ১৭১টি বিষয় বিবেচনা করতে হয়েছিল) পরিষদ ছয়টি প্রধান কমিটির মধ্যে তাদের কাজের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী বিষয়গুলো বণ্টন করে দেয়। কমিটিগুলো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় করে এবং সচরাচর খসড়া প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের আকারে তাদের সুপারিশ বিবেচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পেশ করে।

প্রধান ছয়টি কমিটি হলো : নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কমিটি (প্রথম কমিটি), যা নিরস্ত্রীকরণ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো দেখে; অর্থনৈতিক বিষয়ের দায়িত্বে রয়েছে অর্থনৈতিক ও আর্থিক কমিটি (দ্বিতীয় কমিটি), সামাজিক ও মানবিক বিষয় দেখে সামাজিক, মানবিক ও সংস্কৃতি বিষয়বস্তু কমিটি (তৃতীয় কমিটি); অন্য কোনো কমিটি বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের এখতিয়ারে নেই। এমন বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় দেখে বিশেষ রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশ বিলোপ কমিটি (চতুর্থ কমিটি), যার আওতায় অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে উপনিবেশ বিলোপ, নিকট প্রাচ্যে প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থা (UNRWA) ও প্যালেস্টাইনি জনগণের মানবাধিকার; জাতিসংঘের প্রশাসন ও বাজেটের দায়িত্বে রয়েছে প্রশাসন ও বাজেটবিষয়ক কমিটি (পঞ্চম কমিটি) এবং আন্তর্জাতিক আইনি বিষয়গুলো দেখে আইনবিষয়ক কমিটি (ষষ্ঠ কমিটি)। প্যালেস্টাইন প্রশ্ন ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির মতো এজেন্ডার কিছু বিষয় অবশ্য পরিষদ সরাসরি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিবেচনা করে।

সাধারণ পরিষদের কার্যগ্রুপ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো বিশদভাবে তুলে ধরা ও পরিষদের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সুপারিশ করার জন্য কার্যগ্রুপ গঠনের পূর্বে সাধারণ পরিষদ অনুমোদন দিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করা বিষয়ক অ্যাডহক কার্যগ্রুপ, যা চলতি অধিবেশনে কাজ অব্যাহত রাখবে।

আঞ্চলিক গ্রুপ

আলাপ-আলোচনার মাধ্যম হিসেবে এবং পদ্ধতিগত কাজের সুবিধার্থে সাধারণ পরিষদে বিগত বছরগুলোতে নিয়ম ব্যতীত বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রুপ গড়ে উঠেছে। গ্রুপগুলো হচ্ছে : আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো, পশ্চিম ইউরোপীয় ও অন্যান্য রাষ্ট্র। সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদটি এসব অঞ্চলের মধ্য থেকে পালাক্রমে নির্বাচিত হয়। ৬৮তম অধিবেশনের জন্য সাধারণ পরিষদ লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের রাষ্ট্র গ্রুপ থেকে সভাপতি নির্বাচন করেছে।

বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশন

নিয়মিত অধিবেশন ছাড়াও সাধারণ পরিষদ বিশেষ ও জরুরি বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হতে পারে। প্যালেস্টাইন প্রশ্ন, জাতিসংঘের অর্থায়ন, পরিবেশ, জনসংখ্যা, নারী, সামাজিক উন্নয়ন, মানব বসতি, এইচআইভি/এইডস, বর্ণবৈষম্য ও নামিবিয়াসহ বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখার মতো ২৮টি বিষয়ে আজ পর্যন্ত পরিষদ বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেছে। ২০০৫ সালের ২৪ জানুয়ারি পরিষদের ২৮তম বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাৎসি নির্যাতন শিবির মুক্তির ৬০তম বার্ষিকী স্মরণে।

যেসব বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ অচলাবস্থায় উপনীত হয়েছিল, সেসব বিষয় নিষ্পত্তিকল্পে জরুরি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে হাঙ্গেরি (১৯৫৬), সুয়েজ (১৯৫৬), মধ্যপ্রাচ্য (১৯৫৮ ও ১৯৬৭), কঙ্গো (১৯৬০), আফগানিস্তান (১৯৮০), প্যালেস্টাইন (১৯৮০ ও ১৯৮২), নামিবিয়া (১৯৮১), অধিকৃত আরব ভূখণ্ড (১৯৮২) এবং অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও অধিকৃত প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের বাকি অংশে ইসরাইলের অবৈধ কার্যকলাপ (১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৬ ও ২০০৯)।

পরিষদ ২০০৯ সালের ৯ জানুয়ারি দশম জরুরি বিশেষ অধিবেশন সাময়িকভাবে মুলতবি রাখা ও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অনুরোধে তা পুনরায় আহ্বানের জন্য সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে ক্ষমতা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পরিষদের কাজ সম্পাদন

- সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি ও অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ, শান্তি রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারের মতো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা চালানো ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা।
- জাতিসংঘ সচিবালয় অর্থাৎ জাতিসংঘ মহাসচিব এবং তাঁর আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে গোলটেবিল আলোচনা

৪ আগস্ট ২০১৩

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, লাইফ (এনজিও) ও আরোহণ (যুব সংগঠন) যৌথভাবে গত ৪ আগস্ট ইউএনডিপির সম্মেলনকক্ষে এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ইয়ুথ আইকন ও এভারেস্ট বিজয়ী এম এ মুহিত বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং ইউএনএফপিএ-র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তৌহিদ আলম মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এম এ মুহিত তাঁর বক্তব্যে তরুণদের সমাজ উন্নয়নে একনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং এর মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের পরামর্শ দেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও তরুণদের স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে ভালো কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন লাইফ-এর প্রধান কামরুল ইসলাম সনি এবং আরোহণ-এর প্রেসিডেন্ট রাকিবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক তরুণ অংশগ্রহণ করে।

বক্তব্য রাখছেন এভারেস্ট বিজয়ী এম এ মুহিত

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও যুব সংগঠনের পরিচালককে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে

নিরাপদ সড়ক বিষয়ে সপ্তাহব্যাপী ক্যাম্পেইন

১ আগস্ট ২০১৩

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং বেসরকারি সংস্থা লাইফ ও আরোহণ-এর যৌথ উদ্যোগে গত ১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে সপ্তাহব্যাপী নিরাপদ সড়ক বিষয়ে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক-পশ্চিম) জনাব একরামুল হাবিব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন লাইফ-এর প্রধান নির্বাহী কামরুল ইসলাম, আরোহণ-এর প্রেসিডেন্ট রাকিবুল ইসলাম এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। এতে পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি ও শ্রমিক উন্নয়নের সাধারণ সম্পাদকও বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বলা হয়, প্রতিবছর বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার লোক প্রাণ হারায়। এ জন্য নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠা ও দুর্ঘটনা এড়াতে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে পোস্টার, স্টিকার, টি-শার্ট ও লিফলেট বিতরণ করে। অনুষ্ঠানটি ঈদের আগে করা হয়, যাতে করে দুর্ঘটনা কিছুটা হলেও রোধ করা যায়।

নিরাপদ সড়ক ক্যাম্পেইনের জন্য তথ্যসামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে

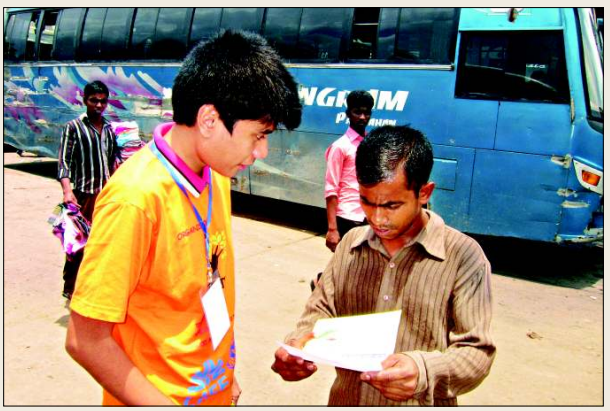

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী একজন স্বেচ্ছাসেবী গাড়িচালকদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করছেন

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস পালন

১৮ জুলাই ২০১৩

নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং গ্রিন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ যৌথভাবে ইউনিভার্সিটির কনফারেন্স রুমে এক সেমিনার ও ভিডিও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম সামদানি ফকিরের সভাপতিত্বে সেমিনারে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার কর্নেল (অব.) আলি আমবিয়াল হক খান ও ট্রেজারার অধ্যাপক মো. শহিদুল্লাহ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মাহমুদ হাসান। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানটির শুরুতে নেলসন ম্যান্ডেলার ওপর একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া ম্যান্ডেলাকে নিয়ে একটি কবিতাও আবৃত্তি করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. গোলাম সামদানি ফকির

কাজী আলী রেজা সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

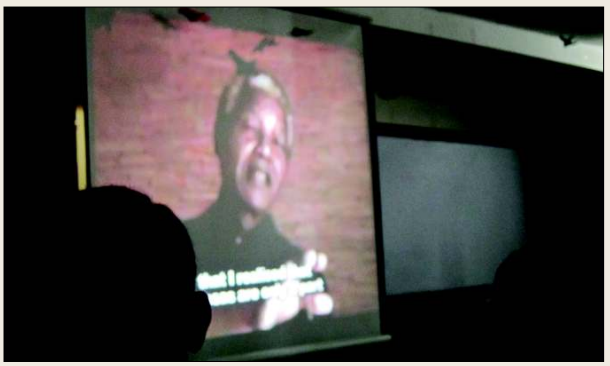

নেলসন ম্যান্ডেলার ওপর ভিডিও প্রদর্শন

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বক্তব্য রাখছেন উপসচিব জনাব মাহমুদ হাসান

জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করছেন মো. মনিরুজ্জামান

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনের সভাপতি মান্যবর জনাব জন ডব্লু অ্যাশে

এন্টিগুয়া ও বারবুদার জন ডব্লু অ্যাশে ২০১৩ সালের ১৪ জুন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এ সময় তিনি জাতিসংঘ ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় তাঁর দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি উভয় পদে ২০০৪ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

স্থিতিশীল উন্নয়নের গভীর অনুরাগতাড়িত জনাব অ্যাশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা ও দারিদ্র্য মোচনের লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার পুরোভাগে রয়েছেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনের (ইউএনএফসিসিসি) কিয়োটো প্রটোকলের বিরূপ প্রভাবমুক্ত উন্নয়ন ব্যবস্থার নির্বাহী বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে জাতিসংঘের প্রধান প্রধান পরিবেশ চুক্তির অনেক পরিচালনা পরিষদের নেতৃস্থানীয় পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কনভেনশনের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সাবসিডিয়ারি বডি (এসবিআই) এবং অতিসম্প্রতি কিয়োটো প্রটোকলের পরিশিষ্ট-১ ভুক্ত পক্ষগুলোর (এডব্লুজি-কেপি) প্রতি পুনঃঅঙ্গীকার সংক্রান্ত অ্যাডহক কার্যগ্রুপের চেয়ারম্যান পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

স্বীয় দর্শন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমাদের বসবাসের জন্য মাত্র একটি গ্রহই আছে, আর আমরা যদি এই গ্রহকে আমাদের পরবর্তী বংশধরের জন্য একটা যুক্তিসঙ্গত অবস্থায় রেখে যেতে চাই, তাহলে একটি অধিকতর নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও আরো ন্যায়সঙ্গত বিশ্বের অন্বেষায় আমাদের সবার মনপ্রাণ নিয়োজিত করতে হবে।'

জনাব অ্যাশে মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও তাঁর দক্ষতার জন্য সুবিদিত। ২০০২ সালের বিশ্ব স্থিতিশীল উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনের জোহানেসবার্গ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার চ্যাপ্টার ১০ (Chapter-x) প্রণয়নে তিনি সফল নেতৃত্ব দেন এবং ২০১২ সালে তিনি জাতিসংঘ স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্মেলনে (রিও+২০) সহ-চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ সালে তিনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করা, সামাজিক ন্যায়বিচার এগিয়ে নেয়া ও পরিবেশ রক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা-এজেন্ডা ২১ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা কর্মসূচির দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসংঘ স্থিতিশীল উন্নয়ন কমিশনের ১৩তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

বহুপক্ষীয় প্রক্রিয়ায় প্রভূত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনাব অ্যাশে ২০০৮ সালে জাতিসংঘ ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর সর্ববৃহৎ মোর্চা ৭৭ জাতি গোষ্ঠী ও চীনের নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোর মধ্যে উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘের প্রধান নীতিনির্ধারণী সংগঠন দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাবিষয়ক জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন।

জাতিসংঘের প্রশাসন ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দক্ষতাসম্পন্ন জনাব অ্যাশে ২০০৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পঞ্চম কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিশ্ব সংস্থার ২০০৬-০৭ সালের দ্বিবার্ষিক বাজেট আলোচনায় সফলভাবে পথনির্দেশনা দেন। এছাড়া তিনি ২০১০ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) জাতিসংঘ প্রকল্প পরিসেবা দপ্তরের (ইউএন ও পিএস) নির্বাহী পরিষদের সভাপতি এবং ২০০২ সালে জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) নির্বাহী পরিষদের সভাপতিসহ জাতিসংঘের প্রধান তহবিল ও কর্মসূচির পরিচালনা পরিষদ দায়িত্ব পালন করে।

১৯৮৯ সালে তাঁর দেশের পররাষ্ট্র সার্ভিসে যোগদানের পর জনাব অ্যাশে বিশ্ব কূটনীতিতে সেবার স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৭ সালে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ কর্তৃক চ্যাম্পিয়ন অন দ্য অর্ডার অব সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড সেন্ট জর্জ (সিএমজি) পদকে ভূষিত হন। জনাব অ্যাশে ১৯৫৪ সালের ২০ আগস্ট এন্টিগুয়া ও বারবুদার সেন্ট জনসে জন্মগ্রহণ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণ প্রকৌশলে ডক্টরেট করেন। তিনি বিবাহিত এবং দু'সন্তানের জনক।

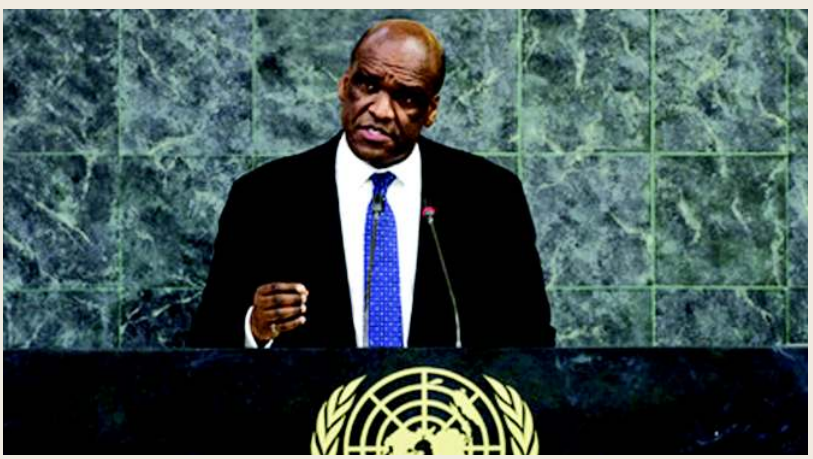

বিশ্ব অভিবাসন সংক্রান্ত জাতিসংঘের নতুন পরিসংখ্যান
বিশ্বে ২৩ কোটি ২০ লাখ আন্তর্জাতিক অভিবাসী পরবাসী

জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের আসন্ন সংলাপের লক্ষ্য
সবার জন্য অভিবাসনের সুফল বৃদ্ধি করা

দক্ষিণ গোলার্ধে জন্ম নেয়া যত আন্তর্জাতিক অভিবাসী দক্ষিণের অন্যান্য দেশে বসবাস করছে, উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোতেও অনুরূপসংখ্যক অভিবাসী রয়েছে। জাতিসংঘে উপস্থাপিত নতুন উপাত্তে বলা হয়েছে, উপর্যুক্ত তথ্যে এশীয় অভিবাসনের পরিবর্তনশীল ধরন প্রতিফলিত হলেও বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রই বহাল আছে। যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশিসংখ্যক লোক বিদেশে বসবাস করছে। ২০১৩ সালে বিশ্ব জনসংখ্যায় ৩.২ শতাংশ বা ২৩ কোটি ২০ লাখ মানুষ আন্তর্জাতিক অভিবাসী, ২০০০ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৫০ লাখ ও ১৯৯০ সালে ছিল ১৫ কোটি ৪০ লাখ।

নতুন পরিসংখ্যানে গন্তব্য ও উৎসস্থল হিসেবে অঞ্চল ও দেশ এবং লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক তথ্য দেয়া হয়েছে। উত্তর বা উন্নত দেশগুলোতে ১৩ কোটি ৬০ লাখ আন্তর্জাতিক অভিবাসী রয়েছে আর দক্ষিণ বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে

রয়েছে ৯ কোটি ৬০ লাখ। বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক অভিবাসী

কাজের বয়সী (২০ থেকে ৬৪ বছর) এবং এরা মোট অভিবাসীর শতকরা ৭৪ ভাগ। বিশ্বে সকল আন্তর্জাতিক অভিবাসীর মধ্যে নারীর সংখ্যা শতকরা ৪৮ ভাগ।

অক্টোবরে আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের সংলাপ

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২০১৩ সালের ৩ থেকে ৪ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের সংলাপের আগে এই উপাত্ত প্রকাশ করা হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ের সংলাপের উদ্দেশ্য হলো সমভাবে অভিবাসী ও দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুফল বৃদ্ধি এবং উন্নয়নে এর গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ জোরদারের পাশাপাশি নৈতিক বা অভিগত কমানোর লক্ষ্যে সব পর্যায়ে সঙ্গতি ও সহযোগিতা বাড়ানোর বাস্তব ব্যবস্থা চিহ্নিত করা।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিকবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মি. উইউ হঙবো বলেছেন, ‘যথাযথভাবে পরিচালিত করা হলে অভিবাসন উৎস দেশ এবং গন্তব্যের দেশ–উভয়ের ক্ষেত্রেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। অভিবাসন ব্যক্তির

জন্য প্রাপ্য সুযোগকে প্রসারিত করে এবং এটা সম্পদ লাভের সুযোগের প্রসার ও দারিদ্র্য হ্রাসের গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

দক্ষিণ থেকে উত্তরের মতোই দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে অভিবাসনের চিত্র অভিন্ন

উপাত্তে দেখা যায় যে, দক্ষিণ-দক্ষিণের মতো দক্ষিণ-উত্তরের অভিবাসন চিত্র অভিন্ন। ২০১৩ সালে দক্ষিণে জন্ম নেয়া ৮ কোটি ২৩ লাখ অভিবাসী দক্ষিণেই বসবাস করছে। এই সংখ্যা দক্ষিণে জন্মগ্রহণ করে উত্তরে ঠাঁই নেয়া ৮ কোটি ১৯ লাভ আন্তর্জাতিক অভিবাসীর সামান্য বেশি।

নিজ অঞ্চলের বাইরে বসবাসরত এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার লোকদের সংখ্যা ভিন দেশে পাড়ি দেয়া লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ২০১৩ সালে এশীয় অভিবাসীর সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের ১ কোটি ৯০ লাখ বসবাস করছে ইউরোপে, ১ কোটি ৬০ লাখের মতো উত্তর আমেরিকায় ও প্রায় ৩০ লাখ ওসেনিয়ায়/লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে জন্ম নেয়া অভিবাসীরা বিদেশে পাড়ি জমানো লোকদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ২ কোটি ৬০ লাখ উত্তর আমেরিকায় থাকে।

২০১৩ সালে নিজ অঞ্চলের বাইরে বসবাসরত আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের মধ্যে দক্ষিণ এশীয়দের গ্রুপ সবচেয়ে বড়। দক্ষিণ এশিয়া থেকে ৩ কোটি ৬০ লাখ আন্তর্জাতিক অভিবাসীর ১ কোটি ৩৫ লাখ বাস করে তেল উৎপাদনকারী পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে। মেক্সিকোসহ মধ্য আমেরিকায় জন্ম নেয়া আন্তর্জাতিক অভিবাসীরা নিজ অঞ্চলের বাইরে বসবাসরত অভিবাসীদের আরেকটি বড় গ্রুপ। মধ্য আমেরিকার ১ কোটি ৭৪ লাখ অভিবাসীর মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৬৩ লাখ বাস করে যুক্তরাষ্ট্রে।

বেশিরভাগ অভিবাসী ইউরোপ ও এশিয়ায় থাকে

মিলিতভাবে ইউরোপ ও এশিয়া আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের প্রায় দু-তৃতীয়াংশের আশ্রয়স্থল। ২০১৩ সালে ৭ কোটি ২০ লাখ আন্তর্জাতিক অভিবাসী নিয়ে গন্তব্যের অঞ্চল হিসেবে ইউরোপ সবচেয়ে জনপ্রিয়। সে তুলনায় ৭ কোটি ১০ লাখের গন্তব্য ছিল এশিয়ায়। ১৯৯০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের অবিমিশ্র সংখ্যায় সর্বাধিক অর্জন হয়েছে উত্তর আমেরিকায়, যোগ হয়েছে ২ কোটি ৫০ লাখ এবং প্রতি বছর অভিবাসীর সংখ্যা গড়ে দ্রুততম ২.৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক দপ্তরের জনসংখ্যা বিভাগের পরিচালক জন উইলমথ বলেছেন, 'অভিবাসীদের নতুন নতুন উৎস ও গন্তব্য বেরিয়ে আসছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশগুলো যুগপৎ উৎস, ট্রানজিট ও গন্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠেছে।

গন্তব্যের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ২০০০ সাল থেকে এশিয়া আন্তর্জাতিক অভিবাসীর সর্বাধিক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে, ১৩ বছরে অভিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২ কোটি। এই বৃদ্ধি প্রধানত ঘটেছে পশ্চিম এশিয়ার তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো এবং মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডের মতো দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বিদেশি শ্রমিকের চাহিদা বাড়ার কারণে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন উচ্চহারে কেন্দ্রীভূত রয়েছে

২০১৩ সালে সকল আন্তর্জাতিক অভিবাসীর অর্ধেকই ১০টি দেশে বাস করেছে। এসব দেশের মধ্যে সর্বাধিকসংখ্যক বাস করেছে যুক্তরাষ্ট্রে (৪ কোটি ৫৮ লাখ); এরপর রুশ ফেডারেশন (১ কোটি ১০ লাখ); জার্মানি (৯৮ লাখ); সৌদি আরব (৯১ লাখ); সংযুক্ত আরব আমিরাত (৭৮ লাখ); যুক্তরাজ্য (৭৮ লাখ); ফ্রান্স (৭৪ লাখ); কানাডা (৭৩ লাখ); অস্ট্রেলিয়া (৬৫ লাখ) ও স্পেন (৬৫ লাখ)।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯০ থেকে ২০১৩ সালে সর্ববৃহৎ অবিমিশ্রসংখ্যক অভিবাসী পেয়েছে প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ, যা প্রতি বছর ১০ লাখ বাড়তি অভিবাসীর সমান। সংযুক্ত আরব আমিরাত দ্বিতীয় বৃহত্তমসংখ্যক অভিবাসী পেয়েছে, যা হলো ৭০ লাখ; ৬০ লাখ নিয়ে এরপরের স্থান স্পেনের।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org